"আত্ম নির্মাণের জন্য এসো
সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে ফিরে যাও"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত

# রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

# আচরণ বিধি

## রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

কাজীহাটা, রাজশাহী।

www.rmscraj.edu.bd

রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী

# আচরণ বিধি

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রিঃ
প্রথম সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিঃ
পৌষ ১৪২০ বাং
দ্বিতীয় সংস্করণঃ আগস্ট ২০১৫ খ্রিঃ
শ্রাবণ-১৪২২ বাং

সংস্করণে ঃ-
ড. মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলাম, আহবায়ক
প্রভাষক, আরবী ও ইসলাম শিক্ষা বিভাগ
মোঃ রবিউল ইসলাম, সদস্য
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মোঃ ফিরোজ কবীর, সদস্য
প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

# প্রসঙ্গ কথা

শৃংখলা সফলতার সোপান। নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান মেনে চলা-ই হচ্ছে শৃংখলা বা Discipline। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টি মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ম-শৃংখলা ও বিধি-বিধান সুন্দর ভাবে মেনে চলছে। নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃংখলার মধ্য দিয়েই জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব। শৃংখলা বোধ ছাড়া জীবনে কোন কিছুই পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব নয়। সম্রাট নেপোলিয়নের ভাষায় "Discipline is the keystone to success which compulsory to follow to balance the system." শৃংখলার মধ্য দিয়ে মানব জীবন সুন্দর ভাবে বিকশিত হয় এবং শৃংখলার অভাবে তা ধ্বংশ হয়ে যায়। তাই রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ শৃংখলা বা Discipline মেনে চলাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। লেখা পড়ার সাধনা Academic সাফল্য নিয়ে আসে। আর Discipline এর চর্চা জীবনে সামগ্রিক সাফল্য নিয়ে আসে। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, মনন, সহনশীলতা, নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ এবং দেশ প্রেমিক ও সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। একারণে একটি গোছানো, রুচিশীল, পরিচ্ছন্ন ও দায়িত্বশীল জীবনাচরণের দর্শন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিকশিত করতে রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ Code of Conduct বা আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে যা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য অবশ্য পালনীয়। এ আচরণ বিধি ভঙ্গের কারণে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে যা নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আরো সচেতন করবে। রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ আচরণ বিধি বইটি পড়ে তা পুরোপুরি বাস্তবায়নে শতভাগ দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে প্রতিষ্ঠানটি গৌরব দিপ্ত সাফল্যকে স্পর্শ করবে এবং অচিরেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয় মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আশা করি আচরণবিধি যথাযথ ভাবে পালনের মধ্যেমে ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে সুশৃংখল জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে ইন্‌শা আল্লাহ।

তারিখ ২৫-০৮-২০১৫ খ্রিঃ
রাজশাহী।

মোঃ হাবিবুর রহমান
অধ্যক্ষ
রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
রাজশাহী।

# রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
# ছাত্র-ছাত্রীদের পালনীয়
# আচরণবিধি।

আচরণবিধি শিক্ষক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত এবং পরিচালনা পর্ষদের ৩১-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের ষষ্ঠ সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদিত যা সকল ছাত্র-ছাত্রীর অবশ্য পালনীয়।

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| | আচরণ | | |
| ১। | (ক) শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে | ক্লাস শুরুর সময় শিক্ষক প্রবেশ কালে এবং ক্লাস শেষে শিক্ষক চলে যাওয়ার সময় সমস্ত শিক্ষার্থী শিক্ষকের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াবে এবং সালাম দেবে। শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলা বা কোন আলোচনার সময় শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে কথা বলবে। এছাড়াও কলেজ / প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথাও শিক্ষক শিক্ষার্থী দেখা হলে, শিক্ষার্থী শিক্ষককে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে (সালাম দেবে)। | সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। |
| | (খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সঙ্গে | শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মান প্রদর্শন করবে। কারও সঙ্গে কোন রূপ অসদাচরণ করা যাবে না এবং তাদের আইনসংগত নির্দেশ মেনে চলতে হবে। | ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। |
| ২। | আপত্তিকর আচরণ ও অঙ্গভঙ্গি | শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সঙ্গে কোন আপত্তিকর আচরণ (যেমন বেয়াদবী, তর্ক, অশোভন আচরণ / কথা) করবে না (বলবেনা)। | ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িক বহিস্কার করা হবে। |
| ৩। | নির্দেশ না মানা | শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের যে কোন আইন সংগত নির্দেশ মেনে চলবে। | প্রথমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীর শাস্তির ব্যবস্থা করবে। তা করতে অসমর্থ হলে ডিসিপ্লিনারী কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| | আচরণ | | |
| ৪। | সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ | কোন শিক্ষার্থী (Captain/ Vice-Captian ব্যতীত) শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা যেমন (১) শিক্ষক মিলনায়তন (২) অধ্যক্ষ / উপাধ্যক্ষের অফিস (৩) সেমিনার হল / রুম (৪) শিক্ষকদের টয়লেট ও (৫) অধ্যক্ষের বাসভবন সংলগ্ন এলাকায় প্রবেশ করা যাবে না। | (ক)অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।<br><br>(খ) বিশেষ পরীক্ষা / প্রবন্ধ লেখা। |
| ৫। | Office Notice | ক) কোন অফিস নোটিশ উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা অমান্য করা যাবে না। এটা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ।<br><br>খ) অফিস কর্তৃক জারিকৃত কোন নোটিশ ছেড়া বা বিনষ্ট করা যাবে না। | (ক) অভিভাবককে জানানো হবে। তলব করা হবে।<br>(খ) পরবর্তীতে পুনরাবৃত্তি হলে আর্থিক দণ্ড ৫০/- ১০০/- |
| ৬। | Captain/ Vice-Captain দের নির্দেশ | শ্রেণী তথা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে Captain/ Vice-captain দের যে কোন আইনসংগত নির্দেশ শিক্ষার্থীরা মানতে বাধ্য। | (ক) শ্রেণী শিক্ষক অথবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ব্যবস্থা নিবেন।<br><br>(খ) যে কোন কাঁধের অ্যাপুলেট Withdraw করা হতে পারে। (ডিসিপ্লিনারী কমিটি/ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নির্ধারণ করবেন কয়দিনের জন্য)। |
| ৭। | পরীক্ষা | (ক) পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকা দণ্ডনীয়। অবশ্য সংগত কারনে অনুপস্থিত থাকলে যথাযথ তথ্য/প্রমানপত্র সহ আবেদন করতে হবে। অসুস্থতার ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেট সহ দরখাস্ত দিতে হবে। | পরিক্ষা কমিটি কর্তৃক দণ্ড নির্ধারিত হবে। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| | | (খ) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। | (ক) নকলসহ ধরা পড়লে কলেজ থেকে বহিস্কার।<br>(খ) ডিসিপ্লিনারী /পরীক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। |
| | | (গ) পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য এবং মার্কস বৃদ্ধির জন্য শিক্ষককে অনুরোধ করা বা চাপ দেয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। | সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ব্যবস্থা নিবেন। |
| | | (ঘ) পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া (যে কোন পরীক্ষায় পাশ মার্ক ৪০%)। | কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। |
| ৮। | Student Relation | (ক) সিনিয়র / জুনিয়র / সহপাঠী-র সঙ্গে অসদাচরণ করা যাবে না। | ডিসিপ্লিনারী কমিটি সিদ্ধান্ত নিবেন/আর্থিক দণ্ড ৫০/- ১০০/- |
| | | (খ) সহপাঠী বা অন্য কারো কথা বা চলাফেরা ব্যাঙ্গাত্মকভাবে অনুকরণ করা বা প্যারোডি করা যাবে না। | ডিসিপ্লিনারী কমিটি সিদ্ধান্ত নিবেন। |
| | | (গ) সহপাঠী বা অন্য কোন স্টুডেন্টকে হুমকি দেয়া/কটু কথা বলা/আঘাত করা যাবে না। | (ক) সাময়িক বহিস্কার<br>(খ) ডিসিপ্লিনারী কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। |
| | | | |
| ৯। | ছাত্র ছাত্রীদের পারস্পরিক আচরণ | **ছাত্র ছাত্রীদের পারস্পরিক আচরণ শ্রদ্ধাপূর্ণ ও শালীন হতে হবে এবং মূল্যবোধের পরিপন্থী হওয়া চলবে না। কলেজ ও কলেজের বাহিরে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ, খোলামেলা, অনৈতিক ও অশোভন মেলামেশা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের বিষয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হলে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।** | (ক) অভিভাবককে জানানো/তলব করা।<br>(খ) বহিস্কার। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| ১০। | ক্লাসে উপস্থিতি | কলেজে/ক্লাসে সঠিক সময়ে ঘন্টা পড়ার পূর্বেই হাজির হতে হবে। | সঠিকসময়ে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হতে না পারলে ১১নং শর্ত প্রযোজ্য হবে। |
| ১১। | ক্লাসে অনুপস্থিত | দরখাস্ত বা অনুমতি ব্যতিরেকে- (ক) প্রথম দিন ক্লাসে অনুপস্থিতি, (খ) দ্বিতীয় দিন ক্লাসে অনুপস্থিতি, (গ) তৃতীয় দিন ক্লাসে অনুপস্থিতি, অসুস্থতা জনিত অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে দরখাস্তের সঙ্গে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিতে হবে। | ক ও খ- এর জন্য শ্রেণি শিক্ষক ব্যবস্থা নিবেন ও অভিভাবককে অবহিত করবেন। গ-এর জন্য অভিভাবক সহ-উপস্থিত হয়ে লিখিত ভাবে কারন ব্যাখ্যা করতে হবে। উল্লেখ্য প্রতিদিন ১০ টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। |
| ১২। | ক্লাসে অমনোযোগিতা | ক্লাসে শিক্ষকের লেকচার মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে। অমনোযোগী হওয়া চলবে না। | সংশ্লিষ্ট শিক্ষক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। |
| ১৩। | উচ্চস্বরে কথা | ক্লাসে ও ক্লাসের বাহিরে (কলেজ চত্বরে) কখনই এবং কোন অবস্থাতেই (ক) হৈ চৈ (খ) বিশৃঙ্খলা (গ) গোলমাল করা বা (ঘ) উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না। | (ক) ১০ টি গাছে পানি দেয়া। (খ) যে কোন কাঁধের অ্যাপুলেট Withdraw করা হতে পারে। ডিসিপ্লিনারী কমিটি / সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নির্ধারণ করবেন কয়দিনের জন্য)। (গ) প্রয়োজনবোধে ডিসিপ্লিনারী কমিটি অন্য পদক্ষেপও নিতে পারবেন। |
| ১৪। | টয়লেট | ক্লাস চলাকালীন প্রয়োজন ছাড়া টয়লেটে সময় কাটানো শাস্তি যোগ্য অপরাধ। | (ক) ডিসিপ্লিনারী কমিটি ও সংশ্লিষ্ট শ্রেণি শিক্ষক ব্যবস্থা নিবেন। |
| ১৫। | Home Work | ক্লাসে শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত Home Work সঠিক সময়ে ও নিয়মিতভাবে সম্পাদন করতে হবে এবং বাসায় Regularly পড়াশুনা করতে হবে। | সংশ্লিষ্ট শিক্ষক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। |
| ১৬। | (ক) ক্লাস চলাকালীন নিষেধাজ্ঞা | ক্লাস চলাকালীন সময়ে কোন শব্দ করা বা কথা বলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষকের অনুমতি সাপেক্ষে কথা বলা যেতে পারে। | সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ব্যবস্থা নিবেন। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| | (খ) পানি পান/কোন কিছু খাওয়া | ক্লাস বা পরীক্ষা চলাকালীন পানি পান করা বা কোন কিছু খাওয়া (যেমন- চকলেট, চুইংগাম ইত্যাদি) সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। তবে অনুমতি সাপেক্ষে পানি পান করা যাবে। | সংশ্লিষ্ট শিক্ষক উপযুক্ত ব্যবস্থা নিবেন। |
| ১৭। | ছুটির ঘন্টার পর করণীয় | (ক) ক্লাস রুম থেকে মেয়েরা আগে বের হবে। ছাত্র/ছাত্রীরা আগে বের হবার স্বার্থে কোনভাবেই Row Cross করবে না। Captain/Vice-captain এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।<br>(খ) ছুটির ঘন্টার পর শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক সারির ১ম, ২য়, ৩য় ..... বেঞ্চ থেকে ক্রমানুষারে বের হবে এবং সম্ভব হলে Line তৈরী করে Collapsible Gate- এর দিকে এগুবে। গেটের মুখে ভিড় করবে না এবং হট্টোগোল সৃষ্টি করবে না। | সংশ্লিষ্ট শিক্ষক / ডিসিপ্লিনারী কমিটি ব্যবস্থা নিবেন। |
| | | (গ) ছুটির ঘন্টার পর শ্রেণী কক্ষ ত্যাগ করার আগে জানালার পার্শ্বে বসে থাকা ছাত্র/ছাত্রী জানালা বন্ধ করবে। Captain / Vice Captain লাইট ও ফ্যানের সুইচ অফ করা নিশ্চিত করবে। | সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর Captain/Vice-captain ব্যবস্থা নেবে। |
| ১৮। | ক্লাস চলাকালীন কলেজ ত্যাগ | কোন ছাত্র ছাত্রীই ক্লাস চলাকালীন সময়ে কলেজ ত্যাগ করতে পারবে না। তবে জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে কলেজ ত্যাগ করতে পারবে। | ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| ১৯। | চুরি | চুরি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। | (ক) আর্থিক দণ্ড / বহিস্কার।<br>(খ) ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। |
| ২০। | ধুমপান | রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ একটি ধুমপান মুক্ত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ধুমপান এখানে দণ্ডনীয়। | (ক) অভিভাবককে ডাকা / বলা।<br>(খ) সাময়িক বহিস্কার<br>(গ) ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। |
| ২১। | রাজনীতি | রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এখানে রাজনীতি ও রাজনৈতিক আলোচনা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। | অধ্যক্ষ/কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত |
| ২২। | মিছিল ও স্লোগান | কোন দাবি-দাওয়া নিয়ে বা অন্য যে কোন কারণে মিছিল করা কিংবা স্লোগান দেওয়া যাবে না। | ডিসিপ্লিনারী কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। |
| ২৩। | মিথ্যাচার | মিথ্যা কথা বলা বা কারও নামে মিথ্যা অভিযোগ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। | (ক) সবার সম্মুখে ক্ষমা চাওয়া।<br>(খ) যে কোন কাঁধের অ্যাপুলেট Withdraw করা হতে পারে। (ডিসিপ্লিনারী কমিটি / সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নির্ধারণ করবেন কয়দিনের জন্য)। |
| ২৪। | ছাদে ওঠা | ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজের ছাদে ওঠা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। | ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত |
| ২৫। | সাইকেল | কলেজ লেনে সাইকেল চালানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ছাত্র ছাত্রীরা কলেজ গেটে সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে কলেজ বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করবে। | ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত। |
| ২৬। | কলেজ মাঠ ব্যবহার | যাওয়া আসার জন্য Short Cut এর উদ্দেশ্যে কলেজ মাঠ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই কলেজ লেন দিয়ে হাঁটা হাঁটি করবে। | কলেজের পুরো মাঠ/ বারান্দা তিন বার দৌড়ে প্রদক্ষিণ করবে। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| ২৭। | পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা | ক্লাস রুম বা কলেজ চত্বর নোংরা করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ চিপস, বিস্কিট, আইসক্রীমের প্যাকেট বা কোন ঠোংগা যেখানে সেখানে ফেলে কলেজ নোংরা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যে কোন ধরনের ময়লা ঝুড়িতে ফেলতে হবে। | (ক) ২০ টাকা জরিমানা<br>(খ) প্রবন্ধ লিখন। |
| ২৮। | ফল/ফুল পাড়া | কলেজের ফলবান বৃক্ষের ফল পাড়া বা ফুল গাছের ফুল ছেঁড়া যাবে না। | আর্থিক দণ্ড- ৫০/- – ১০০/- |
| ২৯। | College Property-র ক্ষতিসাধন | College Property-র যে কোন মাত্রার ক্ষতিসাধন করা অমার্জনীয় অপরাধ। | (ক) ক্ষতিপূরণ ও বহিস্কার।<br>(খ) এক কাঁধের অ্যাপুলেট প্রত্যাহার। (ডিসিপ্লিনারী কমিটি নির্ধারণ করবেন কয়দিনের জন্য)। |
| ৩০। | দেয়াল লিখন, অঙ্কন | দেয়ালে বা বেঞ্চে কোন কিছু লিখা বা অঙ্কন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। | বেঞ্চে লেখার জন্য ২০-৫০/-, দেয়ালে লেখার জন্য ৫০/- – ১০০/- জরিমানা। |
| ৩১। | ইলেকট্রনিক সামগ্রীর ব্যবহার | CD, DVD, MP3, Walkman, Camera এবং মোবাইল সহ যে কোন দামী জিনিস ও (হাতঘড়ি ব্যতীত) যে কোন Electronics সামগ্রী কলেজে আনা নিষিদ্ধ। | জিনিস বাজেয়াপ্ত ও ক্লাস থেকে বহিস্কার।<br>(ক) প্রথম বার সতর্কীকরণ।<br>(খ) পরবর্তীতে ১০০/- - ৩০০/- টাকা জরিমানা/ বহিস্কার। |
| ৩২। | স্বর্ণালংকার ব্যবহার | ছাত্রীদের দামী স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা নিষিদ্ধ এবং ছাত্রদের যে কোন ধরণের অলংকার পরা নিষিদ্ধ। | (ক) সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ ছাত্রীকে প্রথমবার সতর্কীকরণ,<br>(খ) পরবর্তীতে ডিসিপ্লিনারী কমিটি ব্যবস্থা নিবেন। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| ৩৩। | সিঁড়ি | (ক) ছেলেরা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত সিঁড়ি ব্যবহার করতে পারবে না।<br>(খ) মেয়েরা ছেলেদের জন্য নির্ধারিত সিঁড়ি ব্যবহার করতে পারবে না। তবে শিক্ষকের অনুমতি সাপেক্ষে ক্যাপটেন যে কোন সিঁড়ি ব্যবহার করতে পারবে। | আর্থিক দণ্ড- ২০-৫০/- |
| ৩৫। | বারান্দায় ঘোরাঘুরি | Tiffin Period ছাড়া বারান্দায় ছাত্র ছাত্রীদের ঘোরাঘুরি নিষিদ্ধ। | আর্থিক দন্ড- ১০-২০/- বা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ব্যবস্থা নিবেন |
| ৩৬। | Common Room | মেয়েদের Common Room- এ ছেলেদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। | সাময়িক বহিস্কার/ ডিসিপ্লিনারী কমিটি ব্যবস্থা নিবেন। |
| ৩৭। | গান | উচ্চ গলায় গান কলেজের ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট করে। সুতরাং তা করা নিষিদ্ধ। (অনুষ্ঠান বা প্রাকটিস ছাড়া) | (ক) প্রথমবার সতর্কীকরণ।<br>(খ) ২য় বার আর্থিক দণ্ড- ৫০-১০০/-। |
| ৩৮। | অধ্যক্ষের অফিসে প্রবেশ | Captain/Vice-Captain ব্যতীত কোন সাধারণ স্টুডেন্ট অধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিসে প্রবেশ করতে পারবে না। তবে জরুরী প্রয়োজনে এ নিয়ম শিথিলযোগ্য। | ডিসিপ্লিনারী কমিটি ব্যবস্থা নিবেন। |
| ৩৯। | মাদক এবং অন্য অবৈধ জিনিস (যেমন- অস্ত্র) রাখা নিষিদ্ধ। | (ক) ছাত্র-ছাত্রীদের মাদক সেবন, মাদক রাখা এবং অন্য অবৈধ জিনিস রাখা (যেমন- খেলনা বা আসল পিস্তল, চাকু ইত্যাদি) সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।<br>(খ)এছাড়াও কলেজ লাইব্রেরীর বই ও ম্যাগাজিন (ইস্যুকৃত) ছাড়া অন্য কোন বই ও ম্যাগাজিন কলেজে আনা যাবেনা। | ক) কলেজ থেকে বহিস্কার।<br>খ) ডিসিপ্লিনারী কমিটি ব্যবস্থা নিবেন। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| ৪০। | ট্যাটু মারা, উল্কি আঁকা | শরীরে কোন জায়গায় ট্যাটু মারা বা উল্কি আঁকা যাবে না। | আর্থিক দণ্ড- ৫০-১০০/- |
| ৪১। | চুল কাটা (শুধু ছেলেদের জন্য) | ছাত্রদের চুল সঠিক সময়ে কাটতে হবে। স্টাইল হবে পুরোপুরি Army Cut. প্রতি মাসের ৩০/৩১ তারিখ (বাধ্যতামূলক) ও ১৫ তারিখ (ঐচ্ছিক)-এ ছাত্রদের চুল কাটতে হবে। Captain/Vice-captain মাসের এক তারিখে বিষয়টি চেক করবে এবং নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষককে রিপোর্ট করবে। | আর্থিক দণ্ড- ৫০-১০০/- |
| ৪২। | চুল (মেয়েদের) | মেয়েদের চুল বেনীকরে/বেঁধে আসা বাধ্যতামূলক। চুল রং বা অতিরিক্ত স্ট্যাইল করা যাবে না। | সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ব্যবস্থা নিবেন। আর্থিক দন্ড ৩০-৫০/- |
| ৪৩। | ইউনিফর্ম | (ক) ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিন পরিস্কার ইউনিফর্ম পরে আসতে হবে। অপরিচ্ছন্ন ইউনিফর্ম পরা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।<br>ইউনিফর্ম : ১। ছেলেদের জন্য সাদা সার্ট ও ডিপ কফি কালার প্যান্ট।<br>২। মেয়েদের জন্য সাদা সার্ট, ডিপ কফি কালার কামিজ এবং সাদা সালোয়ার। সাদা ওড়না কমপক্ষে ৫ ইঞ্চি চওড়া ভাজ করে বেল্ট দিয়ে পরবে।<br>৩। যে সব মেয়ে বোরখা পরে- ডিপ কফি কালার বোরখা ও সাদা স্কার্প। | (ক) আর্থিক দণ্ড- ৫০-১০০/-<br>(খ) ডিসিপ্লিনারী কমিটি ব্যবস্থা নিবেন। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| | | (খ) ছাত্রীরা সাদা মোজা, সাদা জুতা/কেড্‌স ব্যবহার করবে। | আর্থিক দণ্ড- ২০/- - ৫০/- |
| | | (গ) ছেলেরা ফিতাযুক্ত কালো Oxford Shoe এবং কালো মোজা পরবে। | আর্থিক দণ্ড- ২০/- - ৫০/- |
| | | (ঘ) ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জন্য নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরে কলেজে আসবে। কোন সমস্যা থাকলে অধ্যক্ষ বরাবর দরখাস্ত দিয়ে অনুমতি নিতে হবে। | ঐ |
| | | (ঙ) ছাত্রদের জন্য ৪৩ (ঘ) প্রযোজ্য হবে। | ঐ |
| | | (চ) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে টাই ও এ্যাপুলেট পরতে হবে। | ঐ |
| | | (ছ) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নেম ট্যাগ (বুকের ডান পাশে) পরা বাধ্যতামূলক। | ঐ |
| | | (জ) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ডীপ সাইন (কলেজ ব্যাজ) পরতে হবে (বাম বাহুতে) | ঐ |
| | | (ঝ) ছাত্রদের কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত / মার্জিত, কালো, হুকয়ালা বেল্ট পরতে হবে। | ঐ |
| | | (ঞ) প্রত্যেক স্টুডেন্টকে কলেজ নির্ধারিত খয়রী কালার ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। | ঐ |
| | | (ট) শীতকালে প্রত্যেক স্টুডেন্টকে মেরুন কালার 'V' গলা কলেজ সোয়েটার ও টাই পরিধান করতে হবে। | ঐ |
| | | (ঠ) অ্যাপুলেট হারানো / নষ্ট করা যাবে না। | (ক) নতুন করে সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে কিনতে হবে।<br>(খ) জরিমানা ডিসিপ্লিনারী কমিটি নির্ধারণ করবেন। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| | | (ড) নেম ট্যাগ হারানো / নষ্ট করা যাবে না। | (ক) নতুন করে সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে কিনতে হবে। (খ) জরিমানা ডিসিপ্লিনারী কমিটি নির্ধারণ করবেন। |
| | | (ঢ) ডীপ সাইন (কলেজ ব্যাজ) হারানো যাবে না। | ঐ |
| | | (ণ) কলেজ সোয়েটার হারানো / নষ্ট করা যাবে না। | ঐ |
| | | (ত) কলেজ টাই হারানো / নষ্ট করা যাবে না। | ঐ |
| | | (থ) কলেজ ব্যাগ হারানো / নষ্ট করা যাবে না। | ঐ |
| | | (দ) ছেলেদেরকে সাদা শার্টের নীচে অবশ্যই সাদা স্যান্ডো গেঞ্জী পরতে হবে। অন্য রঙের স্যান্ডো গেঞ্জী পরা যাবে না এবং স্যান্ডো ছাড়া অন্য কোন গেঞ্জীই শার্টের ভিতর পরা যাবে না। | ঐদিনের জন্য স্কুল থেকে বহিস্কার |
| | | (ধ) ছাত্র-ছাত্রীরা ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় কলেজে ও কলেজের বাহিরে গগলস বা সানগ্লাস, Cap, ব্রেসলেট পরিধান করবে না। ছাত্রদের গলায়, কানে ও হাতে সুতা ও সুতাধর্মী কিছু পরা নিষিদ্ধ। | জিনিস বাজেয়াপ্ত এবং আর্থিক দণ্ড ২০-৫০/- |
| ৪৪। | অভিভাবকদের জ্ঞাতব্য | (ক) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন অভিভাবকের Class Room-এ প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে অভিভাবক দিবসে (Parents Day তে) তাঁরা Class Room-এ গমন করতে পারবেন। College Building-এ প্রবেশের ক্ষেত্রেও তাঁদের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। ক্লাস চলাকালীন College Building-এর গোড়ায় বসে থাকা এবং ঘোরাঘুরি প্রতিষ্ঠানের ভাবগাম্ভীর্য নষ্ট করে। সুতরাং তারা এসব কাজ থেকে বিরত থাকবেন। নির্ধারিত কেনপি বা গেস্ট রুমে বসে থাকবেন। | অভিভাবককে সতর্ক করা। |

| | প্রসঙ্গ | বিস্তারিত বিবরণ | আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি / দণ্ড |
|---|---|---|---|
| | | (খ) কোন অভিভাবকের কোন অভিযোগ বা মতামত থাকলে তা তাঁরা ভদ্রভাবে / বিনয়ের সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে উত্তেজিত গলায় আক্রমনাত্মক ভাবে কথা বলা কোন ভাবেই কাম্য নয়। | সংশ্লিষ্ট অভিভাবকের সন্তানকে বহিস্কার করা হতে পারে। |
| ৪৫। | অন্যান্য বিষয়াবলী | (ক) কোন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে যে কোন অর্থ দণ্ডের ঘটনা ঘটলে। | অভিভাবক কে পত্র/ফোন দ্বারা অবহিত করা হবে এবং অভিভাবক নিজে উপস্থিত হয়ে শ্রেণী শিক্ষকের নিকট দণ্ডিত অর্থ প্রদান করবেন। জরিমানার রশিদ অভিভাবক কে সরবরাহ করা হবে। |
| | | (খ) কোন ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক কলেজের সম্পদ ক্ষতি সাধন করা হলে। | ডিসিপ্লেনারী কমিটির নিকট সেই ছাত্র-ছাত্রী ক্ষতিগ্রস্থ জিনিসের তিন গুণ মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করবে। (খ) ডিসিপ্লিনারী কমিটি ব্যবস্থা নিবেন। |
| বিঃ দ্রঃ- এছাড়াও উদ্বুদ্ধ যে কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। | | | |

আচরণবিধির এ তালিকা প্রয়োজনে পরিবর্ধন, পরিমার্জন করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের এ আচরণবিধি সঠিকভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি সম্মানিত অভিভাবকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে তাঁরা যেন তাঁদের সন্তান/পোষ্যদের এ আচরণবিধি মেনে চলার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। আর শিক্ষকবৃন্দকে আহ্বান করা যাচ্ছে তাঁরা যেন এই আচরণবিধি Strictly মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দের এই সম্মিলিত প্রয়াস শিক্ষার্থীর মন ও মননে, চিন্তায় ও আচরণে পজিটিভ প্রভাব ফেলবে। আর জীবনের সার্বিক সাফল্য নিশ্চিত হবে এর মাধ্যমেই।

## *পদ পরিচিতি*

(ক) প্রাথমিক শাখার Class captain এক তারকাধারী। এদের এ্যাপুলেটের রং লাল। এ্যাপুলেটের তারকার সঙ্গে শ্রেণী নির্দেশকারী stripe বা bar (লম্বালম্বিভাবে) থাকে। Vice-captain-দের এ্যাপুলেটের রং গাঢ় সবুজ হয়। এরা এক তারকা বিশিষ্ট এবং এ্যাপুলেটে class indicating stripe/bar থাকে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এ্যাপুলেটের রং গাঢ় সবুজ ।

(খ) ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর Class captain এক তারকাধারী। এদের এ্যাপুলেটের রং লাল। এ্যাপুলেটের তারকার সঙ্গে শ্রেণী নির্দেশকারী stripe বা bar (খাড়া ভাবে) থাকে। Vice-captain-দের এ্যাপুলেটের রং মেরুন হয়। এরা এক তারকা বিশিষ্ট এবং এ্যাপুলেটে class indicating stripe/bar থাকে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এ্যাপুলেটের রং মেরুন।

(গ) একাদশ শ্রেণীর Captain এবং Vice-captain এক তারকা বিশিষ্ট। Captain এর এ্যাপুলেটের রং লাল এবং Vice-captain এর এ্যাপুলেটের রং কালো। এদের শ্রেণী নির্দেশকারী stripe/bar থাকে না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এ্যাপুলেটের রং কালো ।

(ঘ) দ্বাদশ শ্রেণীর Captain এবং Vice-captain দুই তারকাধারী। Captain এর এ্যাপুলেটের রং লাল এবং Vice-captain এর এ্যাপুলেটের রং কালো। এদের এ্যাপুলেটে class indicating stripe/bar থাকে না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এ্যাপুলেটের রং কালো ।

**Captain** ***এর কাজ ঃ***

১) শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শ্রেণী কক্ষের শৃঙ্খলা ঠিক রাখা।
২) বিশৃঙ্খলাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করা।
৩) বিশৃঙ্খলাকারীদের বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষককে / ডিসিপ্লিনারী কমিটিকে মৌখিক ও লিখিতভাবে জানানো।
৪) শ্রেণী কক্ষের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।
৫) ছুটির পর শ্রেণী কক্ষ ত্যাগের পূর্বে কক্ষের জানালা বন্ধ করা এবং ফ্যানের সুইচ অফ করা নিশ্চিত করা।
৬) শিক্ষক শ্রেণী কক্ষ ত্যাগ করার পর ব্ল্যাকবোর্ড পরিস্কার করা।
৭) প্রতিদিন ক্লাসে অনুপস্থিত স্টুডেন্টের সংখ্যা নির্ণয় করা এবং অনুপস্থিত রোল গুলোর রেকর্ড/নোট রাখা এবং শ্রেণী শিক্ষককে তা অবহিত করা।



৮) প্রতি মাসের এক তারিখে সকল ছাত্রের চুল (Army Cut হয়েছে কিনা) চেক করা। যাদের Army Cut নেই তাদের বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষককে লিখিত রিপোর্ট জমা দেয়া (এই কাজ শুধু ছেলে captain দের জন্য প্রযোজ্য)। মেয়ে Captain (এবং Vice-captain রা) মেয়েদের চুল বেনীকরে/ বেঁধে আসার ব্যাপার নিশ্চিত করবে এবং নিয়মের লংঘন কারীদের বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষককে লিখিতভাবে অবহিত করবে।
৯) লাইট, ফ্যান বা শ্রেণী কক্ষের অন্য কোন কিছু নষ্ট হলে শ্রেণী শিক্ষককে অবহিত করা।
১০) স্টুডেন্টদের ইউনিফর্ম পরা যথার্থ হয়েছে কিনা তা প্রতিদিন চেক করা এবং কারো ইউনিফর্ম ঠিক না থাকলে শ্রেণী শিক্ষককে মৌখিক বা লিখিতভাবে অবহিত করা।
১১) আচরণ বিধি মেনে চলার ব্যাপারে সবাইকে অনুপ্রাণিত করা।

**Vice-captain** ***এর কাজ ঃ***

১) Captain কে সহযোগিতা করা।
২) Captain এর নির্দেশ পালন করা।
৩) Captain এর অবর্তমানে তার দায়িত্ব পালন করা।

**Captain** ***দের জন্য যা যা নিষিদ্ধ ঃ***

১) নিজেরা নিয়ম তৈরী করা।
২) কোন স্টুডেন্টকে শাস্তি দেয়া বা কটু কথা বলা।
৩) স্টুডেন্টদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা।
৪) ফাইন করা।
৫) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষকদের যখন তখন নালিশ দেয়া।

**Captain** ***হবার যোগ্যতা ঃ***

১) শ্রেণীতে অনুষ্ঠিত সকল পরীক্ষায় ৮০% মার্কস থাকতে হবে।
২) Discipline-এ ৯৫% Score থাকতে হবে।
৩) ভদ্র, বিনয়ী ও ধর্মভীরু হতে হবে।
৪) শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সিনিয়রদের অনুগত হতে হবে।
৫) College Code-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
৬) ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চেতা হতে হবে।
৭) শিক্ষকবৃন্দের আস্থাভাজন হতে হবে।

**Captain** *এর অযোগ্যতা ঃ*

যে কোন গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে দোষী প্রমাণিত হওয়া এবং সে জন্য দণ্ড/সাজা ভোগ করা।

**Captain** *নির্বাচন পদ্ধতি ঃ*

১) শ্রেণীশিক্ষক শিক্ষকমণ্ডলীর সভায় Captain এর নাম সুপারিশ করবেন।
২) শ্রেণিশিক্ষক ও ডিসিপ্লিনারী কমিটির সুপরিশক্রমে অধ্যক্ষ মহোদয় Captain-দের নিয়োগ দেবেন।
৩) সুপারিশকৃত নামের ভেতর যে কারও ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির একজন শিক্ষকও আপত্তি প্রকাশ করলে সুপারিশ বাতিল হয়ে যাবে।

**Captain** *অপসারণ ঃ*

১) শিক্ষকমণ্ডলীর সভায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শ্রেণী শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষককে Captain এর সমস্যা অবহিত করে অপসারণের সুপারিশ করবেন।
২) সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অধ্যক্ষ মহোদয় Captain অপসারণ করবেন।

রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ স্টুডেন্টদের মাঝে মেধা, সু-আচরণ, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের সুস্থ প্রতিযোগিতার বীজ রোপন করতে চায়। Captain পদে উপযুক্ত স্টুডেন্টদের অভিষিক্ত করার মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের সচেতনতা ও দৃষ্টিভঙ্গি (Out Look) আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা এর অন্যতম লক্ষ্য। আর এই সুস্থ প্রতিযোগিতা সবার মাঝে সেই কাঙ্খিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটাবে এটাই সবার প্রত্যাশা।



# Captainship

রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ একটি সুষ্ঠু, উদার, বাস্তব ভিত্তিক যুগোপযোগী সার্বিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর পাশা-পাশি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে গতিশীল নেতৃত্ব ও সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে নেতৃত্বের গুণাবলীর চর্চা ও এর বিকাশ অতি আবশ্যিক বিষয়। নেতৃত্বের সঙ্গে মেধার সমন্বয় খুবই জরুরী। মেধাবী নেতৃত্বই সমাজ তথা দেশ ও জাতিকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রধান ভূমিকা পালন করে। আজকের শিশু আগামী দিনের কাণ্ডারী- যাদের হাত ধরে এই দুঃখিনী দেশমাতা আগামীতে এক আলোকজ্জ্বল স্বর্ণালী যুগে প্রবেশ করবে। ভবিষ্যতের সেই বিশাল দায়িত্বের ভার বহনের উপযোগী নেতৃত্ব ও সুনাগরিক তৈরী করা রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান লক্ষ্য। ক্ষুদ্র পরিসরে দায়িত্ব পালন এবং নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতা যে কোন ব্যক্তিকে বৃহৎ পরিসরে দায়িত্ব পালনের জন্য মানসিকভাবে উপযুক্ত করে তোলে। এর ফলে সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ছোট ছোট দায়িত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে তাদের আগামী দিনের বিশাল দায়িত্বের ভার বহনে সক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে Captain পদে নিযুক্তি প্রদান করে। এই পদে নিয়োগ প্রদান করেন মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রেণী শিক্ষক ও ডিসিপ্লিনারীর কমিটির সুপারিশ এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে। (অপসারণ প্রক্রিয়াটিও অনুরূপ)। Captain ও Vice Captain এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে কেবল মেধাবী, বিনয়ী ও ভদ্র স্টুডেন্টদের নিযুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ সুনাগরিক সুলভ গুণাবলী এবং নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেখানে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করতে পারে। এই বিকাশ ও প্রস্ফুটনের জন্যই Captain ও Vice Captain পদের প্রর্বতন।

প্রতি শ্রেণীর প্রতি শাখায় ছেলেদের জন্য একজন করে Captain ও Vice-captain অনুরূপ ভাবে মেয়েদের জন্য Captain ও Vice-captain নিযুক্ত করা হয়।

–✪✪✪–

# Teachers are the Guardians of Civilization

**পরিচালনা পর্ষদ (চূড়ান্ত কার্য পরিচালনা বিধি-২০১৩ অনুযায়ী)**

সভাপতি
**কমিশনার**
রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

সদস্য
**উপসচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

সদস্য
**জেলা প্রশাসক, রাজশাহী।**

সদস্য
**চেয়ারম্যান**
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, রাজশাহী।

সদস্য
**উপ-পরিচালক**
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী

সদস্য
**উপ-পরিচালক**
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী

সদস্য
কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের প্রতিনিধি (১জন)

সদস্য
শিক্ষক প্রতিনিধি (১জন)

সদস্য
অভিভাবক প্রতিনিধি (২জন)

**সদস্য সচিব**
**অধ্যক্ষ**
রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী।
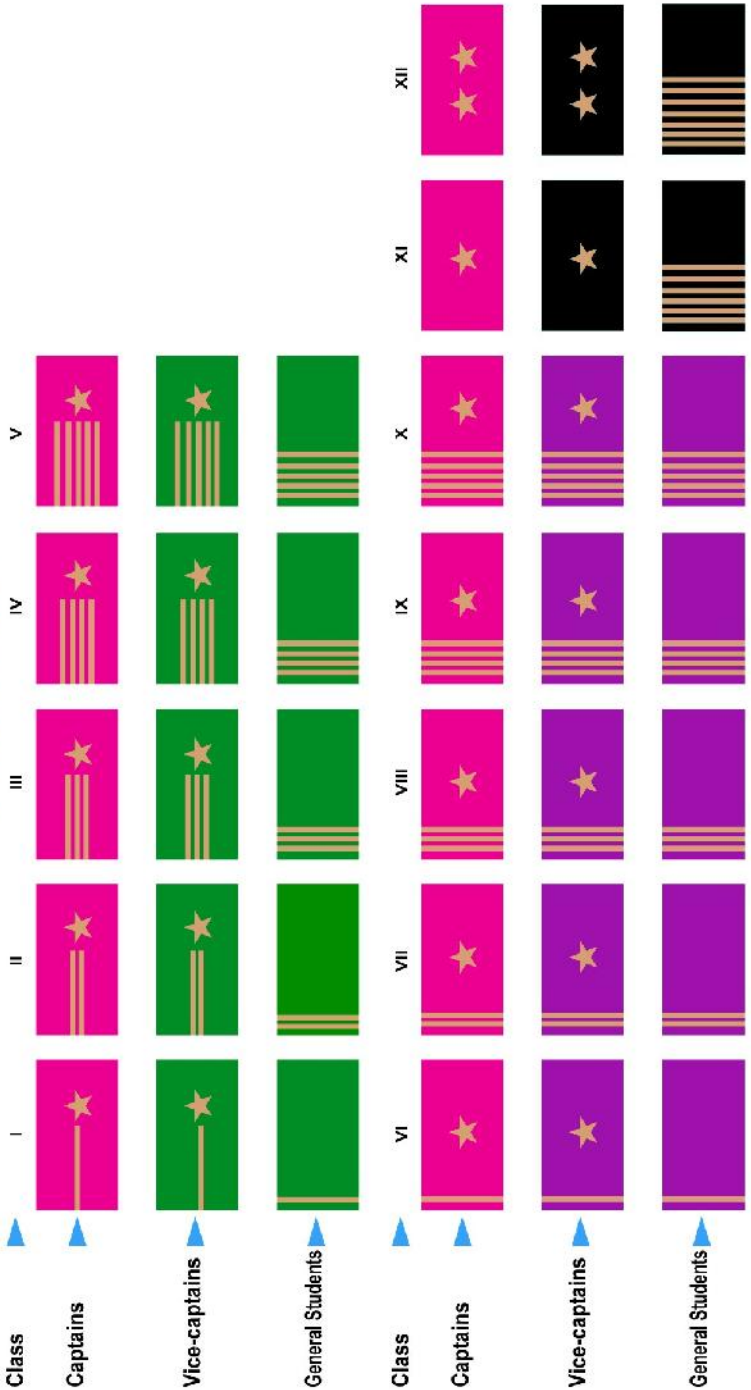
## Rajshahi Model School And College Rajshahi